

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ

(সিলেট জেলা)

প্রশ্ন ১) কোন ওয়েবসাইটগুলো নিরাপদ কিভাবে নিরূপণ করবো?

উত্তরঃ Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) হল HTTP এর সুরক্ষিত Version. আপনি যে ওয়েবসাইট ব্যবহার করেন সেই ওয়েবসাইটের প্রোটোকল যদি HTTP এর শেষে 'S' থাকলে সেটি হবে Secure বা 'নিরাপদ'।

এছাড়া নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করে আমরা কোন ওয়েবসাইটগুলো নিরাপদ এবং কোনগুলো নিরাপদ নয় সেগুলো নিরূপণ করতে পারি।

বিশ্বস্ত ওয়েবসাইট মনে রাখুন : ফেক নিউজ বা ভুয়া খবর সারা বিশ্বের রাজনীতিতে অস্থিরতা তৈরি করেছে। ইন্টারনেট দুনিয়ায় কখনই এক নামে দুইটি ওয়েবসাইট থাকতে পারে না। সুতরাং আসল ওয়েবসাইটের সঙ্গে নামের বা ইউআরএল পার্থক্য থাকবে। সুতরাং আপনার বিশ্বস্ত সংবাদ প্রতিষ্ঠানটি ইউআরএল বা নামটি মনে রাখুন অথবা ওয়েব ব্রাউজারে বুকমার্কিং করে রাখুন।

ডোমেইন চেক : আপনার সামাজিক মাধ্যমের ফিডে যদি পরিচিত সংবাদ মাধ্যম থেকে এমন খবর দেখতে পান, যা তাদের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না, অথবা বাস্তবের সঙ্গে মিল নেই, তখন আপনার সতর্ক হওয়ার দরকার আছে যখনই কোনো সন্দেহজনক সংবাদ চোখে পড়বে, তখন উচিত ডোমেইনটির দিকে তাকানো।

আইক্যান (ICANN)-এ চেক : বিশ্বের ওয়েবসাইট ঠিকানার বিষয়াদি দেখভাল করে থাকে আইক্যান (ICANN)। কোনো ওয়েবসাইট নিয়ে আপনার সন্দেহ হলে আইক্যানের ডোমেইন অনুসন্ধান পাতায় গিয়ে তাদের ওয়েবসাইট ঠিকানাটি লিখে দিন বা পেস্ট করুন।

প্রশ্ন ২) URL বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ ওয়েব এড্রেস সাধারণত URL নামে পরিচিত। URL এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Uniform Resource Locator। আপনি যদি একটি ইউআরএল বা একটি ওয়েবসাইটের এড্রেসের দিকে ভালভাবে লক্ষ্য করেন তাহলে আপনি দেখবেন যে এটির মূলত তিনটি অংশ আছে। প্রথমটি হচ্ছে HTTP অথবা HTTPS এবং এরপরে মূলত থাকে ওয়েবসাইটটি বা ওয়েব সার্ভিসটির নাম এবং তারপরে থাকে তার ডোমেইন নেম। আপনি কোন ওয়েবপেইজ ভিজিট করার সময় আপনার ব্রাউজারের এড্রেস বারটি লক্ষ্য করলে ওই ওয়েবপেইজের ওই মুহূর্তের বা ওই কারেন্ট পেজটির ইউআরএল দেখতে পাবেন।

প্রশ্ন ৩) কারো ছবি ব্যবহার করে যদি ফেক আইডি খুলে তাহলে প্রতিকার কী?

উত্তরঃ ফেসবুক আপনার নাম বা ছবি ব্যবহার করে কেউ ফেক আইডি খুললে আপনি ফেসবুক এ রিপোর্ট করার মাধ্যমে তা বন্ধ করতে পারেন। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে রিপোর্ট করবেন -

১) প্রথমে যেই আইডিতে রিপোর্ট করতে চান তার প্রোফাইলে যেতে হবে। এবার উপর থেকে more অপশনে ক্লিক করতে হবে।

২) এবার Find support or report profile ক্লিক করতে হবে।

৩) এখানে নিম্নোক্ত

অপশন গুলো পাওয়া যাবে -

ক) **Pretending to be someone** : যদি কেউ আপনার নামে ফেক আইডি খুলে তাহলে **pretending to be someone** ক্লিক করে নিচে থেকে **me** সিলেক্ট করতে হবে।

খ) **Fake account** : আপনার নাম ব্যবহার করে কোন আইডিকে যদি ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন তবে উক্ত আইডিতে **Fake account** অপশনে গিয়ে রিপোর্ট করতে পারবেন।

গ) **Fake name**: যদি কেউ আপনার নাম বা ছবি ব্যবহার করে আইডি তৈরি করে কিংবা কোন অশ্লীল নামে আইডি তৈরি করে আপনাকে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠায় তখন তাকে **Faake name** অপশনে গিয়ে রিপোর্ট করতে পারবেন।

আইনগত প্রতিকারঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৪ ধারা অনুযায়ী পরিচয় প্রতারণা বা ছদ্মবেশ ধারণা এবং ২৬ ধারা অনুযায়ী অনুমতি ব্যতীত পরিচিতি তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার, ইত্যাদির আমলযোগ্য অপরাধ। সুতরাং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে। যদি কোনো ব্যক্তি ২৪ এবং ২৬ ধারা এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন তা হলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

প্রশ্ন ৪) রাস্তায় বের হলে অনুমতি ব্যাতিত ছবি তুললে সেক্ষেত্রে প্রতিকার কী?

উত্তরঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন অনুসারে অনুমতি ব্যতীত কারো পরিচিতি তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার, ইত্যাদির একটি আমলযোগ্য অপরাধ। সেক্ষেত্রে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে।

যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত ধারা এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তা হলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

যদি কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন তা হলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।